International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
UGC Approved Journal (SL NO. 47520)
Volume-III, Issue-V, June 2017, Page No. 93-98
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

একুশ শতকে নারী শিক্ষার অগ্রগতিতে স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা

সুপ্রিয়া কর্মকার
সহকারী অধ্যাপিকা, ইন্দিরা গান্ধী টিচার্সস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

One of the Indian philosophers, Swami Vivekananda was born on 12th January, 1863 at Shimla in North Kolkata. He was a religious leader. He was also a social revolutionist and educationist. He emphasized on women education. He said that the development of country is impossible without development of women. As a bird can't fly on only one wing at the same way a society can't develop only by men. So for the development of any society the contribution of both men and women are needed. He wanted the women to solve their own problems and set their destiny by themselves. Men must not interfere in women's problem. Men's only task should be to arrange for them proper education to make them aware of what is wrong and what is right. He wanted to establish women as world mother and this was the main goal of his women education planning. According to Swami Vivekananda women education will free the women from any bonding like mental or social bonding. The bases of women education planning of Swamiji was traditional religion, morality, disciplines. The ideal female character, in his views, is the character of Sita. According to Swami Vivekananda Indian women should have to learn European Science, Sanskrit, English, Bengali and for general women Tailoring, Home science etc.

Swami Vivekananda emphasized on women education for emergence of the women. But this education is not a common education. He wanted the education which helps to construct behavior. The educational thoughts of swami Vivekananda made a great stir and his educational views are very much relevant to present society.

Key Words: Swatember Upanishad, Vedic Youg, Satidaha, child Marriage, Women Education.

ভূমিকা : ভারতের অন্যতম দার্শনিক হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী উত্তর কোলকাতার সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিশ্বনাথ দত্ত এবং মা ছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবী। তাঁর বাবা মায়ের দশ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মীয় নেতা, সমাজ বিপ্লবী এবং শিক্ষাবিদ তিনি ভারতের গৌরবময় অতীত সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বেদান্তে নিহিত ভারতের মহত্তম ও প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ ভাবধারায় মূল্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের চির যৌবনের প্রতীক। তিনি চেষ্টা করেছিলেন যুব সমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যদাবোধকে জাগিয়ে তুলতে এবং সেই সাথে নারীশিক্ষার প্রতি অসীম গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শ্বেতাম্বর উপনিষদ আমরা দেখতে পাই "ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসী" অর্থাৎ তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ। আত্মাতে নারী পুরুষের ভেদ নেই। বৈদিক যুগে মৈত্রেয়, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ব্রহ্ম বিচারে ঋষিদের সমক্ষক হয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের

সভায় গার্গী সগর্বে যাজ্ঞবল্ক্যকে ব্রহ্ম বিচারে আহ্বান করেছিলেন। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, সেই যুগে মেয়েদের আধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল। মনু মহারাজ বলেছিলেন, 'যত্র নার্যাসস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' - অর্থাৎ যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। তিনি আরও বলেছিলেন-"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষাণীয়াতিযন্ততঃ" অর্থাৎ আমাদের উচিত কন্যাসন্তানদের যত্ন সহকারে লালন পালন করা ও তাদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে সেই সময়ে নারীদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। এই কারণগুলি হল—

ক. কন্যাসন্তানদের যথাযথ যত্ন নেওয়া হত না।

খ. শিক্ষাগ্রহণের যথেষ্ট সুযোগ তাদের দেওয়া হত না।

গ. বাল্য বিবাহ

ঘ. পুরুষদের বহুবিবাহ

ঙ. সতীদাহ প্রথা এবং

চ. ধর্মের দোহাই দিয়ে বিধবাদের উপর নির্যাতন।

নারীদের প্রতি এই অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করেছেন এবং প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা আইন প্রনয়ন করে যথাক্রমে সতীদাহ প্রথা এবং বাল্যবিবাহ রদ করেন। স্বামী বিবেকান্দ নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে নারীশিক্ষা ব্যতীত দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উদ্দেশ্য :

১। তৎকালীন সময়ে ভারতীয় সমাজের নারীর অবস্থান জানা।

২। নারী শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী শিক্ষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন।

৩। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ধারায় নারী শিক্ষার পাঠ্যক্রম কেমন হওয়া উচিত তা জানা।

৫। একুশ শতকে নারী শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

ব্যাখ্যা :

নারীশিক্ষার সূচনা : আধুনিক ভারতের নারিশিক্ষা ও নারির অধিকার সম্পর্কিত ভাবনার সূচনা উনিশ শতকে। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সমালোচনা উনিশ শতকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৮১৭ সালে সতীদাহ উদ্যোগে গর্ভনর জেনারেল লর্ড বেন্টিক ১৮২৯ সালে আইন করে সতীদাহ প্রথাকে বেআইনি ও ফৌজদারি আদালতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। একইভাবে বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৬ সালের ১৬ জুলাই কোম্পানি সরকার একটি আইন পাশ করে বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি দেয়। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন বিদ্যাসাগর। ১৮৩৫ সালের ২১ শে মার্চ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠির মাধ্যমে কিছু সাহসী বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল। এই চিঠিতে বলা হয়েছিল অন্যান্য সভ্যদেশের নারীদের মতো এদেশের মেয়েদের সামনেও শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করতে হবে,পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ বন্ধ করতে হবে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে। প্রশ্ন তোলা হয়েছিল-স্ত্রীর মৃত্যুরর পর স্বামী যদি অনায়াসেই বিবাহ করতে পারে, তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর পুর্নবিবাহের বাধা কোথায়? উনিশ শতকে নারী শিক্ষার বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নারী শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন মূলত তিন গোষ্ঠীর মানুষ - ব্রিটিশ শাসক, ভারতীয় পুরুষ সংস্কারক এবং শিক্ষিত ভারতীয় নারী। ভারতীয় পুরুষ সংস্কারকদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ। বাংলার নারীশিক্ষা বিস্তারে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্যালয় পরিদর্শক থাকাকালীন বিদ্যাসাগর ১৮৫৭-৫৮ সাল নাগাদ বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলি জেলায় নিজের খরচে একটি মেয়েদের স্কুল তৈরি করেন। এই স্কুলগুলিতে ১৩০০ ছাত্রী পড়াশুনা করত। নারীশিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তিনি সর্বস্তরের নারীশিক্ষার ব্যাপারে প্রচার করে গেছেন। নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বালিকাশ্রমও গড়ে তোলা হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মানস কন্যা মিস মার্গারেট নোবেল এক আদর্শ শিক্ষিকার ধ্যানমূর্তি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের মতামত: স্বামীজির মতে "মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা। শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি যথার্থ কার্যকর, জ্ঞান, বর্তমান পদ্ধতি যাহা পরিবেশন করে তাহা নয়, শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই চলবে না আমাদের প্রয়োজন সেই শিক্ষার যাহারর দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়, মনের বল বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয় এবং মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে। যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাড়াতে পারা যায় সেই হচ্ছে শিক্ষা।" পূর্ণতা লাভ করাই হল জীবনের লক্ষ্য। প্রতিটি মানুষের মধ্যে এই পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। স্বামীজির মতে, শিক্ষা হল এই পূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ, তাই তিনি বলেছেন- "Education is the manifestation of the perfection already in man." তাঁর মতে, বিশ্বের যাবতীয় জ্ঞান মানুষের মনে বা অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় আছে। শিক্ষার কাজ হবে আত্ম উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে সংগ্রহ করা। স্বামীজির মতে অনেকগুলি তথ্য পরিবেশন করাই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যাক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে সামাজিক পথে পরিচালিত করা। সামাজিক ও জাতি গঠনের মূল উপাদান হল মানুষ। মানুষ হচ্ছে জগতের সমস্ত ধনসম্পদের চেয়ে বেশি মূল্যবান। তাই আদর্শ মানুষ তৈরি করতে হবে। বাইরের ধনসম্পদ নিয়ে একটি দেশ বা সমাজ তৈরি হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলতেন- "মানুষ তৈরি আমার ব্রত (man making is my mission)। খাঁটি মানুষ তৈরি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।" তিনি বারবার বলতে চেয়েছেন যে, প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলাই শিক্ষার আসল লক্ষ্য। তিনি মন্তব্য করেন মানুষ তৈরি করা চরিত্র গঠন করা এবং বিভিন্ন ভাবকে যথাযথ পরিপাক করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি মনে করেন যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তির মূল আধার এবং এই ব্রহ্মের শক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্তমান। তিনি মনে করেন নিজেকে জানতে পারলে জগতের সবকিছু জানা হয়। তাই শিক্ষার কাজ হবে আত্ম উপলব্ধি তথা ব্রহ্ম উপলব্ধিতে সহায়তা করা।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি : স্বামী বিবেকানন্দ নারি শিক্ষার প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দেশের মেয়েরা নিজেরা শিক্ষিত না হলে কুসংস্কার দূর করা সমাজ সংস্কার করা বা নারী কল্যাণ অসম্ভব বলে তিনি মনে করতেন। নারী শিক্ষা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টীভঙ্গীগুলি হল—

- স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "There is no chance for the welfare of the country unless the condition of the women is improved. It is impossible for a bird to fly on only one wing." নারী এবং পুরুষ হল একটি পাখির দুটি ডানা। একটি পাখি যেমন একটি ডানায় ভর করে উড়তে পারে না ঠিক তেমনই শুধুমাত্র পুরুষের দ্বারা সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষের উভয়েরই প্রয়োজন।
- স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলেছেন, "With the five hundred men, the conquest of India might take fifty years, but with the same amount women, not more than a few weeks" তিনি নারীর এই ধরনের শক্তির কথাই ভেবেছেন। তিনি ভেবেছেন যে সমাজে নারীর কোন ভূমিকা না থাকলে সমাজের মঙ্গল সম্ভব নয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য নারী পুরুষ সমান গুরুত্বপূর্ণ।
- বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "Women should have the same status as man is in society. If they cannot contribute their share for the growth of society, soceity is the loser society can't progress depending on men alone." তিনি চেয়েছিলেন বিধবারা তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করুক। পুরুষরা যেন তাদের সমস্যার উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে। পুরুষদের একমাত্র কাজ হল যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে তারা কোনটা ঠিক এবং কোনটা ভুল সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।
- তিনি আরও বলেছেন যে আমাদের একমাত্র করণীয় হল মেয়েদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদেরকে স্বাধীনভাবে বড় হতে দিতে হবে যাতে তারা তাদের সমস্যাগুলিকে নিজেরাই সমাধান করতে পারে।
- স্বামীজি বলেছেন, "I do not believe in a God who will not wipe out a windows tear or to bring a piece of bread to the orphan mouths."

নারীশিক্ষার স্বরূপ : স্বামী বিবেকানন্দের মতে হৃদয়ের অন্তঃস্থিত পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করাই হল নারীশিক্ষার শেষ কথা। এই Man Making Mission-এ আগে মানুষ হতে হবে, তারপর নারী, তারপর জননীতে তার আত্মপ্রকাশের পরাকাষ্ঠা। নারীকে হতে হবে নির্ভীক, সাবলম্বী। তার নারীত্ব, চরিত্র, শালীনতা, নম্রতা, ধৈর্য, কোমলতা ও চিন্তার স্বাধীনতার বিকাশ ঘটবে। তাঁর মতে-- যে শিক্ষায় চরিত্র গঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো যায়, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়" তাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা বলতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মকে কেন্দ্র করে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যার জনশিক্ষায় সাহায্য করবে। স্বামীজির মানস কন্যা মিস মার্গারেট নোবেল এক আদর্শ শিক্ষিকার ধ্যানমূর্তি যিনি স্ত্রীশিক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। স্বামীজির স্বপ্ন ছিল ছোটবেলা থেকে মেয়েদের সাহসী, সাবলম্বী ও শিক্ষিত করে গড়ে তোলা যাতে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তারা ত্যাগী হয়ে সমাজের উন্নতিকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। অথবা স্বয়ম্বর প্রথায় মনমতো পতি নির্বাচন করে সংসারে প্রবেশ করতে পারে। একদিকে সমাজ কল্যাণে নিবেদিতা, অন্য দিকে বীর প্রসবিনী।

নারীশিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : স্বামীজি ভারতীয় নারীকে জগৎমাতা রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এটিই তাঁর স্ত্রীশিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। তাঁর মতে স্ত্রীশিক্ষা নারীর বন্ধন মুক্তির কারণ হবে। এই বন্ধন বলতে স্বামীজি মানসিক ও সামাজিক উভয়বিধ বন্ধনের কথাই বলেছেন। নারীকে কেবল পুঁথিগত শিক্ষায় সমৃদ্ধ দেখতে তিনি চাননি। তাঁর ভাষায়-- **"শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শিক্ষা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা যাইতে পারে- শিক্ষা বলিতে ব্যক্তি সকলকে এমনভাবে গঠিত করা যাহাতে তাদের ইচ্ছা সদবিষয়ে ধাবিত ও সুসিদ্ধ হয়। এইরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইলে আমাদের ভারতের কল্যাণসাধনে সমর্থা, নির্ভীকহৃদয়া, মহিয়সী রমনীগণের অভ্যুদয় হইবে।"** অর্থাৎ উৎপীড়ন, অবহেলার শৃঙ্খলমুক্ত করে সুশিক্ষার মধ্য দিয়ে নারীর শক্তিময়ী রূপটি বিকশিত হতে পারবে।

নারীশিক্ষার পরিকল্পনা : স্বামী বিবেকানন্দ স্ত্রী শিক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল সনাতন ধর্ম, নৈতিকতা, আজীবন ব্রত পালনের মত ঐকান্তিক নিষ্ঠা। তাঁর কাছে আদর্শ হল-- সীতা-চরিত্র। যিনি অগ্নির মতো পবিত্র ও ভাস্বর। স্বামীজি নির্দেশিত স্ত্রীশিক্ষা ব্যবস্থা পুরুষদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেশ কিছুটা পৃথক। কারণ—

(ক) নারীকূলের সমস্যা অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির।

(খ) গৃহস্থালির উৎকর্ষ বহু পরিমাণে স্ত্রী লোকের ওপর নির্ভরশীল।

ভারতের মতো দেশের সমস্যা হল-- নারীকেন্দ্রীক অবরোধ প্রথা, পরাধীনতা, পরনির্ভরশীলতা। বিদ্যাসাগর যেমন— নারী সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে, সেখানে স্বামীজি তাঁর সমাধান সূত্র পেয়েছিলেন - সাবলম্বন ও পারস্পরিক সহায়তার মধ্য দিয়ে।

নারীশিক্ষার পাঠক্রম : বিবেকানন্দ বলেছেন—ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হল শিক্ষার লক্ষ্য। বাক্, চিন্তা, কর্মের শুদ্ধতাই হল প্রধান শিক্ষা। স্বামীজি চেয়েছিলেন এমন শিক্ষা যা মানুষকে দেবে—লৌহ পেশি ইস্পাতের মত দৃঢ়, প্রবল অনমনীয় মানসিক শক্তি যার ফলে সে নিখিল বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, সকল বাধা জয় করে, জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে।

ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল সবই নারীকে শিখতে হবে। নারী সমাজকে দূর্ভাগ্যের দাসত্বের থেকে উদ্ধারের জন্য অন্ধকারের অতল থেকে টেনে তুলবার জন্য স্ত্রীশিক্ষার পাঠক্রমে ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ইংরেজি, বাংলা যেমন থাকবে তেমনই সর্বসাধারণ মেয়েদের রন্ধনবিদ্যা, সূচিশিল্প, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সন্তান পরিচর্যাবিদ্যা প্রভৃতি থাকবে।

একুশ শতকে নারীশিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ : নারীশিক্ষা সম্পর্কিত স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনা, তাঁর আদর্শ, তাঁর বক্তব্য, তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বর্তমান সমাজকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। বর্তমান শতাব্দীতে নারীর অধিকার ও নারীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন মালালা ইউসুফজাই। বর্তমার বিশ্বের বহু আলোচিত ব্যক্তিত্ব হলেন মালালা যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। মালালা হলেন সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যিনি নারীর শিক্ষার অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন। বর্তমানে তাঁর নামে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। নারীর অধিকার ও নারীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে মালালা এক কিংবদন্তি অবদান রেখেছেন।

শিক্ষার অধিকার আইন : বর্তমানে নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শিক্ষার অধিকার আইন যা ২০১০ সালের ১লা এপ্রিল থেকে চালু হয়। এই আইনে বলা হয়েছে ৬-১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। এই আইন কার্যকরী হওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে। স্কুলছুটের সংখ্যা কমেছে।

সবুজ সাথী প্রকল্প : এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষার্থীরা যাতে ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে এসে পৌঁছাতে পারে। অনেক দূর থেকে পায়ে হেঁটে আসার ফলে অনেক শিক্ষার্থী পড়াশুনায় মনোযোগী হতে পারত না। এই প্রকল্পের দ্বারা সমস্ত শিক্ষার্থীদের সাইকেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

কন্যাশ্রী প্রকল্প : নারীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী উদ্যোগ। এই প্রকল্প চালু হয় ২০১৩ সাল থেকে। এই প্রকল্পে মেয়েদের পড়াশুনার খরচ সরকার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীরা প্রতি বছর ৫০০ টাকা করে পাবে। আর ১৮ বছরের পরে এককালীন ২৫০০০ টাকা পাবে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হল নারীশিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং বাল্যবিবাহ হ্রাস করা। এইপ্রকল্প চালু হওয়ার ফলে বাল্য বিবাহের হার কমেছে এবং অভিভাবকরা তাদের কন্যাসন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে ব্রতী হয়েছেন।

উপসংহার : সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে নারীশিক্ষার বিস্তারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও আজও নারীদের অবস্থা শোচনীয়। আজও কন্যাভ্রুণ হত্যা, বাল্যবিবাহ, নারীপাচার ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঘটতে দেখা যায়। এই ধরণের অমানবিক ঘটনাগুলি নিরসনের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ নৈতিক শিক্ষা। স্বামীজির ভাষার চরিত্র গঠনের শিক্ষা। যে শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আদর্শ ও নীতিবোধের জন্ম দেবে। তাই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, নারী ভাবনা নারীশিক্ষা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ভীষণ ভাবে প্রয়োজন যা সর্বস্তরের মানুষের জাগ্রত করে তুলবে এবং নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন এক সুন্দর সমাজ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসবে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। চট্টোপাধ্যায়, সরোজ।(২০১০)। ***ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ ও সমস্যা।*** নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি কলকাতা।

২। বসু, কাঞ্চন। (সম্পা.)। (১৯৯৭) ***বিবেকানন্দ সমগ্র (৩য় খণ্ড)।*** উদ্বোধনী কার্যালয়। কলকাতা

৩। লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী। (১৯৯৭)। ***যুক-নায়ক বিবেকানন্দ।*** রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। কলকাতা।

৪। লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী। (১৯৯৮)। ***সবার স্বামীজি।*** রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। কলকাতা।

৫। বিবেকানন্দ ,স্বামী। (২০১২)। ***ভারতীয় নারী।*** উদ্বোধনী কার্যালয় কলকাতা।

৬। বিবেকানন্দ, স্বামী। (২০১৪)। ***ভারতীয় পুনর্গঠন।*** উদ্বোধনী কার্যালয় কলকাতা।

৭। মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক (ড.) দুলাল, এবং হালদার, তারিণী ও চন্দ, বিনায়ক। (২০১৬)। ***সমকালীন ভারতবর্ষ ও শিক্ষা।*** আহেলি। কলকাতা

৮। শংকর। (২০১১)। ***অচেনা অজানা বিবেকানন্দ।*** সাহিত্যম। কলকাতা

৯। শংকর। (২০১১)। ***আমি বিবেকানন্দ বলছি।*** সাহিত্যম। কলকাতা

১০। সেনগুপ্ত, ড. পূর্বা। (২০১১) ***স্বামী বিবেকানন্দের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা।*** রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার। কলকাতা।

পত্রিকা :

১। আনন্দবাজার পত্রিকা। (দৈনিক)। রবিবাসরীয় সংখ্যা, স্বামী বিবেকানন্দ। ৮-ই জানুয়ারি, ২০১২ এ.বি.পি. কলকাতা।
২। আজকাল (দৈনিক) ***স্বামীজি ১৫০।*** ১২-ই জানুয়ারি, ২০১২ আজকাল, কলকাতা।
৩। দেশ (পাক্ষিক)। ***স্বামী বিবেকানন্দ।*** ১৭-ই জানুয়ারি ও ১৭-ই ফেব্রুয়ারি, ২০১২। এ.বি.পি. কলকাতা।
৪। বর্তমান (দৈনিক) ***জয়তু বিবেকানন্দ।*** ১২-ই জানুয়ারি, ২০১২ বর্তমান, কলকাতা।